থাকে। এই পাঁচটি অর্থ যাহার জ্ঞান আছে এবং যিনি তাপাদি পঞ্চসংস্কার-যুক্ত ও নয় প্রকার যজ্ঞ কর্ম্মকারী, তিনি মহাভাগবত। এই মহাভাগবত লক্ষণ আপেক্ষিক। অর্থাৎ অর্চ্চনাঙ্গ-ভক্তিসাধকের মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ কিন্তু লাক্ষণিক মহাভাগবত নহেন ॥ ১৯৮॥

তাহা হইলে এই প্রকারে ভগবৎভক্ত সাধুগণের মধ্যে মূর্চ্ছিতকষায়, নির্দ্ধূতকষায়, এই প্রাপ্তভগবৎপার্ষদদেহ—এইপ্রকার মহাভাগবতের তিনটি ভেদ ভগবদ্ভক্ত সাধুমাত্রের ভেদও উপদেশ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে"—এই শ্লোকে ভক্তগণের হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাবের তারতম্যতা অনুসারে ভক্ত সাধুর তারতম্য কিছু কিছু দেখাইয়াছেন। এইক্ষণে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত সাধুগণের মধ্যে গুণের তারতম্যতা অনুসারে সাধু লক্ষণের তারতম্যতা ১১।১১ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব মহাশয়ের নিকট পাঁচটি শ্লোকের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কনিষ্ঠ কর্ম্মজ্ঞানাদিমিশ্র সাধককে তিনটি শ্লোকের দ্বারা পরিচয় করাইতেছেন।

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ।
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ।
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্ গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥ ১৯৯

টীকা চ। কৃপালুঃ পরদুঃখাসহিষ্ণুঃ। সর্ব্বদেহিনাং, কেষাঞ্চিদপ্যকৃতদ্রোহঃ। তিতিক্ষু ক্ষমাবান্। সত্যং সারং স্থিরং বলং বা যস্য সঃ। অনবদ্যাত্মা অসূয়াদিরহিতঃ। সুখদুঃখয়োঃ সমঃ। যথাশক্তি সর্ব্বেষামুপকারকঃ। কামৈরক্ষুভিতচিত্তঃ। দান্তঃ সংযতবাহ্যেন্দ্রিয়ঃ। মৃদুরকঠিনচিত্তঃ। আকিঞ্চনঃ অপরিগ্রহঃ। অনীহঃ দুষ্টক্রিয়া-শূন্যঃ। মিতভুক্ লঘ্বাহার। শান্তঃ নিরতান্তঃকরণঃ। স্থিরঃ স্বধর্ম্মে। মচ্ছরণো। মদেকাশ্রয়ঃ। সুনির্ম্মননশীলঃ। অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ। গভীরাত্মা নির্ব্বিকারঃ। ধৃতিমান্ বিপদ্যপ্যকৃপণঃ। জিতষড়্গুণঃ। শোকমোহৌ জরামৃত্যু ক্ষুৎপিপাসাঃ ষড়ুর্ম্ময়ঃ এতে জিতা যেন সঃ। আমানী জনাকাঙ্ক্ষী। অন্যেভ্যো মানদঃ। কল্যঃ পরবোধনে দক্ষঃ। মৈত্রঃ অবঞ্চকঃ কারুণিকঃ করুণয়ৈব প্রবর্ত্তমানঃ ন তু দৃষ্টলোভেন। কবিঃ সম্যগ্‌জ্ঞানী। ইত্যেষা। অত্র মচ্ছরণ ইতি বিশেষ্যম্। উত্তরত্র স চ সত্তম ইতি চকারেণ তু পূর্ব্বোক্তো যথা সত্তম তথায়মপি সত্তম ইতি ব্যক্তিরেবমেবস্তূতো মচ্ছরণঃ সত্তম ইত্যাক্ষিপ্যতে। মধ্যমমিত্র সাক্ষাদ্ভক্তিসাধকমাহ—অজ্ঞায়ৈবং গুণান্